গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২২.০৪৩.১৩/669 (22)

তারিখঃ ১২ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ। / ২৮ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ পরিবহন ঠিকাদার সেবার (এস ০৪৮.০০) বিপরীতে পরিশোধিত মূসক রেয়াত গ্রহণ।

সূত্রঃ বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড এর ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখের পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রে উল্লিখিত পত্রের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (২) এর উদ্ধৃতি দিয়ে পরিবহন ঠিকাদার সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূসকের উপর রেয়াত গ্রহণের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা কামনা করা হয়েছে।

২। পত্রটি ও বিদ্যমান বিধি-বিধান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৯ এর উপ-বিধি (১ক) মোতাবেক করযোগ্য পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত পরিবহন ঠিকাদার সেবার উপর পরিশোধিত মূসকের ৮০ শতাংশ রেয়াত গ্রহণের বিধান ছিল। তবে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর হওয়ায় ইতোপূর্বের সকল বিধি-বিধান রহিত হয়ে যায়। বর্তমানে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৪৬ অনুযায়ী উপকরণ কর রেয়াত ব্যবস্থিত হয়। উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এ "যানবাহনের ব্যবসা করা, ভাড়া খাটানো বা পরিবহন সেবা প্রদান উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলে এবং যানবাহনটি উক্ত উদ্দেশ্যে অর্জিত হলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু, ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) এ "উক্ত অর্জন পরিবহন সেবা সংক্রান্ত" হলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না মর্মে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তাই, বর্তমানে উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যকোন ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবহন সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূসক রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। বিষয়টি নির্দেশক্রমে জানানো হলো।

[মো: তারেক হাসান]
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)
ফোনঃ ৮৩১৮১২০, এক্সঃ ৩৪৮

মোঃ শফিকুর রহমান
সিস্টেমস ম্যানেজার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

সিনিয়র ম্যানেজার
হেড অব ভ্যাট
বার্জার পেইন্টস লিমিটেড
বার্জার হাউস, বাসা-৮, রোড-২, সেক্টর-৩,
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।

<u>অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য</u> (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১। প্রেসিডেন্ট, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল (কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট), জীবন বীমা ভবন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
২-৩। সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি)/ (মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৪-১৫। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ঢাকা (পূর্ব)/ ঢাকা(পশ্চিম)/ চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/খুলনা/যশোর/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূসক), ঢাকা।
১৬-১৯। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূসক (আপীল) কমিশনারেট, ঢাকা-১/ ঢাকা-২/ চট্টগ্রাম/ খুলনা।
২০। মহাপরিচালক, মূসক নিরীক্ষা গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ১২৭ বড়মগবাজার, ঢাকা।
২১। মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, চিটাগাং সমিতি ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২২। সিস্টেম ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোডকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২৩। প্রথম সচিব (মূসক-বাস্তবায়ন)/(মূসক নিরীক্ষা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
২৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।